বিষ্ণু দিগম্বর পুলস্কর

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অগস্ট মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কুরুন্দবাড় রাজ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা শ্রীদিগম্বর পন্ত পারিবারিক সূত্রে ছিলেন কীর্তন গায়ক। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে দীপাবলীর রাতে আতসবাজিতে বিষ্ণু দিগম্বরজীর দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে পিতা তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পিতা দিগম্বর তাঁকে মিরাজে সংগীতাচার্য শ্রীবালকৃষ্ণ বুয়া ইচলকরজীর কাছে সংগীত শিক্ষা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র ৫ বৎসরের মধ্যেই তিনি সংগীতের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁর গুরুর সংগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ফলে বড় বড় সংগীতগুণীর গায়ন পদ্ধতির সম্বন্ধে অল্পবয়সেই অবগত হয়েছিলেন। তিনি গুরুর সেবা ও সংগীত সাধনা নিয়ে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে শ্রীমতী রামাবাই-এর সংগে তাঁর

বিবাহ হয়েছিল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সংগীত শিক্ষা শেষ করে তিনি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে যান। সেইসব স্থানে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন সংগীতজ্ঞরা তাঁদের উপযুক্ত সম্মান পান না। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচলিত বাণীগুলি অধিকাংশই নিম্নমানের, রাগ-রস অনুসারী নয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। এই প্রকার ভারতীয় সংগীতের শোচনীয় অবস্থা তাঁর হৃদয়কে আঘাত করেছিল। এই কারণে তিনি মহারাষ্ট্র তথা ভারতের বহু রাজ্যে সৎ সংগীতের প্রচারে গিয়েছিলেন। বিশেষ কতগুলি চিন্তা নিয়ে তিনি এই প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। বিভিন্ন সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় কৃষ্টি নষ্ট না হওয়ার জন্য ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির প্রচার করেছিলেন। শাস্ত্রীয় সংগীতের মাতু বা বাণীর মান উচ্চস্তরের করবার জন্য তিনি অনেক ধ্রুপদ, খ্যাল রচনা করেছিলেন ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতে। ভক্তিরসের দ্বারা তিনি ভজন ও কীর্তন রচনা করে তা প্রচার করেছিলেন। এছাড়া অনেক গান তিনি রাষ্ট্রীয় ভাবনাতেও লিপিবদ্ধ করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে শিষ্যদের নিয়ে বন্দেমাতরম এবং অন্য রাষ্ট্রীয় সংগীত গাইতেন। রাগের সূক্ষ্ম স্বরাবলীর জন্য তিনি নতুন স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচার করেছিলেন। তবে কাঠিন্যের জন্য সেই স্বরলিপি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

ঈশ্বরোপলব্ধির প্রধান মাধ্যম সংগীত বলে তিনি গোষ্ঠী ও ঘরাণার কোন্দল শিক্ষার্থীদের এড়িয়ে চলতে বলেছেন। আশ্রমিক সংগীত শিক্ষা পদ্ধতি তিনি প্রথম শুরু করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে তিনি ১০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত ওঙ্কার নাথ ঠাকুর, পণ্ডিত বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন, পণ্ডিত নারায়ণ রাও ব্যাস, পণ্ডিত বামন রাও উপাধ্যায়, প্রঃ বি.আর. দেওধর বি.এন ঠকার, বি.এন. কশলকর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণু দিগম্বরজী লাহোরে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন। নিজের রোজগারে প্রায় সবটুকুই এই বিদ্যালয়ের কাজে লাগাতেন। দৈনন্দিন অর্থাভাবে বিদ্যালয়টি চালানো দুষ্কর হয়েছিল। এরই মধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগের খবর আসে। কিন্তু তিনি শোকাহত হয়ে নিরাশ হননি এবং বিদ্যালয় ছেড়ে যাননি। এই সময় একজন বাঙালী বিচারক মি. চ্যাটার্জী তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। পরে

৬ মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসংখ্যা দাঁড়ায় ১০৫। এই বিদ্যালয় দ্বারা পঞ্জাবে, সংগীতের প্রচার হয়েছিল এবং পণ্ডিতজী পঞ্জাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই এসে গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লাহোর অপেক্ষা বোম্বাইয়ের বিদ্যালয়টি অনেক বেশী সফল হয়েছিল। শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল লাহোর থেকে দ্বিগুণ। নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাপ্য অর্থ এবং শিক্ষার্থীদের বেতন দিয়ে বিদ্যালয়টি পণ্ডিতজী সুষ্ঠুভাবে চালনা করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঋণ করে বিদ্যালয়টির জন্য একটি বাড়ির মালিকানা নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঋণ শোধ দিতে না পারায় ১৯২৩-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িটি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁর ১১জন সন্তানের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি এই সময় আধ্যাত্মিকতার এমন স্তরে পৌঁছেছিলেন যে, কোনো শোক তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এরপর তিনি নাসিকে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শিষ্যদের নিয়ে রামায়ণ গান করে কিছু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ঐ অর্থ দিয়ে তিনি একটি রামায়ণ মন্দির ও আশ্রম তৈরি করেছিলেন। শিষ্যদের নিয়ে সেখানেই ভগবৎ ভজনা করে মানুষকে রামভক্তির রসাস্বাদন করাতেন।

সংগীতবিদ্যার উপর তাঁর ৫০টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে বালবোধ, সংগীতশিক্ষক, রাগ প্রবেশ (১ম-২০ ভাগ), রাষ্ট্রীয় সংগীত, ব্যায়াম কে সাথ সংগীত, মহিলা সংগীত উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'সংগীতামৃত প্রবাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতেন। ১৬ বৎসর পর অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যতম দিক্‌পাল পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পুষ্করজী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অগস্ট তারিখে মহারাষ্ট্রের মিরাজ নগরে পরলোকগমন করেছিলেন। পরবর্তী সময় তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান দত্তাত্তয় বিষ্ণু পুলস্কর পিতার ঘরাণা-কে বজায় রেখে ভারত বিখ্যাত গায়ক হয়েছিলেন। ভারতীয় সংগীত যাতে মুসলিম কিংবা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত না হয় তাই ভারতীয় সংগীতকে তিনি ভারতীয় পদ্ধতিতেই প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সংগীতের সনাতনী ঐতিহ্যের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন।